যুগান্তর

তারিখ 20 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমছে বাড়ছে সরকারিতে

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। অপরদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে বাড়ছে শিক্ষার্থীদের ভিড়। ২০১৫ সালের তুলনায় গত বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পৌনে ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী কম ভর্তি হয়েছে। অথচ একই সময়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী বেড়েছে ৮ শতাংশ। সরকারি কলেজে বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনটি কয়েকদিন আগে প্রকাশিত হয়। গত সপ্তাহে এটি রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেছে সংস্থাটি। এছাড়া সংসদে উপস্থাপনের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদনে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেখা যায়, ২০১৫ সালে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৫০ হাজার ১৩০। গত বছর এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৩৭ হাজার ১৫৭। শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, 'নানাবিধ কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমছে। এর মধ্যে এক নম্বরে আসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাবমূর্তি। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান আইনকানুন না মেনে চলছে। উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়েই তৈরি করা হচ্ছে গ্রাজুয়েট। এসব গ্রাজুয়েটের অনেকেই কর্মজগতে গিয়ে মূল্যায়ন পাচ্ছে না। এ বার্তা অনাগত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে পৌঁছানোর পর তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'তবে এর সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমেছে ৫ কারণে। এর মধ্যে প্রথমেই আসে রাজধানীর ৭টি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি। এ বছর প্রায় ৫৪ হাজার শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রাজধানীর বাইরে চলে গেছে। সেখানে টিউশন পাবে না বিধায় অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে যায় না। আবার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষকই খণ্ডকালীন। এ ধরনের শিক্ষকও ঢাকার বাইরে পড়াতে যেতে চান না। এ বার্তা শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে নিরুৎসাহিত করছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষক কেউই মানসম্মত শিক্ষা চান না। যখনই মানের ব্যাপারে কড়াকড়ি শুরু হল, তখন এতে ভর্তিও কমতে শুরু হয়েছে। তার মতে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বাড়ার কারণ হচ্ছে, বর্তমান সরকারের আমলে আগের চেয়ে সেশনজট ও নৈরাজ্য অনেকটাই কমেছে। স্বস্তি ফিরে এসেছে। এ কারণে শিক্ষার্থীরা এখন সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে।'

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'সমষ্টিগত কারণে বেসরকারি

> মানের দিকে নজর না দিলে ভবিষ্যতে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী কমছে। এ ধরনের বেসরকারি খাত অভিভাবকদের মধ্যে যে আশা জাগিয়েছিল, কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে তা ফিকে হয়ে গেছে। ফলে নতুন করে শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখিতা বেড়েছে। পাশাপাশি সরকারও উচ্চশিক্ষায় সুযোগ বাড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বেড়েছে। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর ধরে প্রশাসনিকভাবে অনেক ভালো চলছে। সেশনজট কমেছে। এ কারণে আস্থাও বেড়েছে।' তিনি মনে করেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি মানের দিকে নজর না দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী আরও কমার পাশাপাশি কিছু বন্ধও হয়ে যাবে।'

সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনেস্কো 'গ্লোবাল ফ্লো অব টারশিয়ারি লেভেল স্টুডেন্টস' শীর্ষক প্রতিবেদনেও অধ্যাপক মনজুরুল ইসলামের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ওই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিদেশযাত্রা বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৩৭ শতাংশ। ২০১৬ সালে মোট ৩৩ হাজার ১৩৯ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, যা ২০১৫ সালে ছিল ২৪ হাজার ১১২।

বেসরকারি সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আজিজ অবশ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদিন আসছে বলে মনে করেন। তিনি বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী এখন বাড়লেও একসময় সেখানেও কমবে। কারণ কম পড়ে যারা সনদ পাবে, তারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারী হলেও কর্মজগতে উপেক্ষিত হবে। অপরদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ মান নিশ্চিতের পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করছে। এ প্রক্রিয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ভর্তি না হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে।'

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হ্রাসের বেশকিছু কারণ আছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষার প্রধান সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয় না। যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব প্রকট। সবচেয়ে বড় সংকট ভাবমূর্তির। হাতেগোনা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে বাকিগুলোর ব্যাপারে চাকরিদাতাদের ধারণা ইতিবাচক নয়। ফলে একটা পর্যায়ে এসে শিক্ষার্থীদের মাঝে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা কমে গেছে। তবে এখানে বার্তা পরিষ্কার যে, টিকে থাকতে হলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আগের মতো চলা থেকে ফিরে আসতে হবে। শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে উচ্চশিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করতেই হবে।